মেহেরপুরে জনপ্রতি ফিতরা নির্ধারণ ১১৫ ও সর্বোচ্চ ২৬৫০ টাকা

মেহেরপুরে জেলা ইমাম সমিতির উদ্যোগে ফিতরা ও যাকাত নির্ধারণী আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলাতে জনপ্রতি ১১৫ টাকা ও সর্বোচ্চ ২৬৫০ টাকা ফিতরা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ২টার সময় হোটেল বাজার জামে মসজিদে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি এইচ এম এম রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা ইমাম সমিতির উপদেষ্টা হাফেজ মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান, জেলা ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিরাজ উদ্দিন, পৌর ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা শাহাজালাল, মেহেরপুর সদর ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা সানোয়ার, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নাসির উদ্দিন, মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব, মাওলানা শরীফ উদ্দিন, হাফেজ জামাল উদ্দিন, হাফেজ কাশেম আলী, মাওলানা আব্দুল বারী, জাহিদ হাসান, বোরহান উদ্দিন, হাফেজ শাহীন, ইদ্রিস, সজল, আব্বাস আলী, হাফেজ আব্দুল করিম, আব্দুর রহমান, শাহজাহান মুক্তি, নুর ইসলাম সামিউল সহ মেহেরপুর জেলা জাতীয় ইমাম সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের যাদবপুরে পুকুর কেটে মাটি বিক্রির অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদবপুরে কৃষি জমির পাশে গভীর করে পুকুর কেটে মাটি বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে গোলাম কিবরিয়া নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আশেপাশের কৃষি জমির মালিকরা এ নিয়ে গভীর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। তবে পুকুর কাটার অনুমতি চেয়ে উপজেলা

নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেছেন গোলাম কিবরিয়া। তবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এখনো কোন অনুমোদন দেননি।

গতকাল সরেজমিনে যাদবপুর গ্রামে পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, চারবিঘা সমপরিমানের পাশাপাশি তিনটি পুকুর রয়েছে। এর মধ্যে দুই পাশের দুটি পুকুর গোলাম কিবরিয়ার । মাটি বিক্রির উদ্দেশ্যে দুটি পুকুরই প্রায় ২৫ ফুট গভীর করে খনন করা হয়েছে। ফলে আশেপাশের আবাদি জমির পরিবেশের ভারসাম্যহীনতায় পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছিুক আশেপাশের কয়েকজন অভিযোগ করে বলেন, অনেক গভীর করে পুকুর খননের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। কিবরিয়াকে কিছু বলতে গেলে হুমকি-ধামকি দেয়।

সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা সাইদুল ইসলাম বলেন, ‘পুকুর কাটা খবর পেয়ে এর আগে ঘটনাস্থলে গিয়ে মাটি কাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম এবং ইউএনও স্যারের কাছে পুকুর কাটার অনুমতি নিতে বলেছিলাম। দীর্ঘদিন মাটি কাটা বন্ধও ছিলো। গতকাল থেকে আবার মাটি কাটার খবর পেয়ে আবার গিয়ে কাজ মাটি কাটা বন্ধ করতে বলেছি।’

তবে কিবরিয়ার কর্মচারী আহসান জানান, তহশিলদার সাইদুল ইসলাম এসে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে কেটে শেষ করে ফেলতে বলেছেন। তিনি বন্ধ করতে বললে কি আমাদের ক্ষমতা আছে মাটি কাটার। তাছাড়া, এই পুকুরে পানি থাকে না বলে গভীর করে খোড়া হচ্ছে যাতে মাছ চাষ করা যায়।

অভিযুক্ত গোলাম কিবরিয়া বলেন, ‘১৯৭৯-৮০ সালে এই পুকুর কাটা। পুকুরটি সংস্কারের জন্য নতুন করে কাটা হচ্ছে। প্রথম পুকুরের মাটি দিয়ে আমার বাড়ি একটি গর্ত ভরাট করেছি, শোয়েবের ইটভাটায় বিক্রি করেছি। কিন্তু এই পুকুরটি কাটতে গিয়ে শুধু বাঁধা পড়ছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছি। আপনারা (সাংবাদিকরা) এ নিয়ে ঝামেলা কইরেন না। আপনারাও আমার হয়ে যান।’

গোলাম কিবরিয়া দম্ভোক্তি করে বলেন, ‘আপনাদের কে পাঠিয়েছে তার নামটা বলেন। তাকে দেখে নিচ্ছি বলে হুমকিও দেন।’
এ ব্যাপারে মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী ভূমি কমিশনার (এসি ল্যাণ্ড) মো. আব্দুল্লাহ আল বাকী বলেন, ‘গোলাম কিবরিয়া নামের কারো পুকুর কাটার অনুমোদন আছে বলে জানা নেই। তবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ভূমি কর্মকর্তার সাথে জেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক আবুল কাসেম বহি:স্কার

প্রেস ক্লাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও শৃংখলা ভঙ্গসহ বিভিন্ন অভিযোগে গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাব থেকে আজীবনের জন্য বহি:স্কার করা হয়েছে আবুল কাসেম অনুরাগীকে।

আবুল কাসেম অনুরাগী গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সদস্য ও দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক।
গতকাল দুপুর ১২ টার সময় গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ও সকল সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে তাকে বহি:স্কার করা হয়। এসময় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অসৎ উদ্দেশ্যে পত্রিকার ভয়ভীতি প্রদর্শন করছেন আবুল কাসেম অনুরাগী। আবুল কাসেম অনুরাগীকে বহি:স্কারের পর সাথে সাথে একটি রেজুলেশন করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এমএ লিংকনের সভাপতিত্বে সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন, সাধারণ সম্পাদক এমএন পাভেল, প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন, সিনিয়র সাংবাদিক ও সাবেক সহ-সভাপতি সাহাজুল সাজু, হারুন অর রশিদ রবি, লিটন মাহমুদ, রাকিবুল ইসলাম কবি, মাসুদ রানা, মিয়াদুল ইসলাম, রাসেল আহমেদ, রকি প্রমুখ।

আবুল কাসেম অনুরাগীকে বহি:স্কার প্রসঙ্গে প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম এ লিংকন বলেন, প্রেস ক্লাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, শৃংখলা ভঙ্গসহ নানা অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় প্রেস ক্লাবের সকল সদস্যদের তাৎক্ষনিক মতামত নিয়ে তাকে চুড়ান্তভাবে বহি:স্কার করা হয়েছে। এনিয়ে একটি রেজুলেশন করা হয়েছে।

গাংনীতে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা

কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা, মোড়কীকরণ বিধি অমান্য করা, অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় মুড়ি তৈরি, পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ ও প্রদান না করা, তুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করাসহ নানা অভিযোগে একটি মুড়ি কারখানা ও একটি মুদি দোকানে ভ্রাম্যমান অভিযান চালিয়ে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ সোমবার (৩ এপ্রিল) দুপুরের দিকে গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের মা মুড়ি কারখানা ও মেসার্স সুমন স্টোর নামক তেল চিনির পাইকারি ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে এই অভিযান চালানো হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এই অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় তাকে সহযোগিতায় ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার মোঃ তারিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ মশিউর রহমান ও মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একদল পুলিশ সদস্য।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, মেসার্স মা মুড়ি মিলের কারখানায় কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা, মোড়কীকরণ বিধি অমান্য করা, অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় মুড়ি তৈরিসহ নানা অপরাধে প্রতিষ্ঠানের মালিক মো: কিবরিয়াকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ ও প্রদান না করা, মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করায় মেসার্স সুমন স্টোর নামক তেল চিনির পাইকারি ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৪৫ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠানে ৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পরে গাংনী বাজারে তরমুজ ও ফলের দোকানগুলো তদারকি করা হয়।

ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় ও ক্রয় ভাউচার সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে ১১ গ্রাম হেরোইনসহ ২মাদক ব্যবসায়ী আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-২ গাংনী ক্যাম্পের অভিযানে ১১ গ্রাম হেরোইনসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।

আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের ঘোষপাড়া এলাকার আব্দুস সাত্তারের ছেলে শাহীন হোসেন (১৯) ও একই গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার ইসরাফিল আলীর ছেলে রফিকুল ইসলাম(৩২)। এসময় তাদের নিকট থেকে মাদক ক্রয় বিক্রয়ের কাজে ব্যবহৃত ২টি মোবাইলফানে ও নগদ ১১’শ টাকা জব্দ করা হয়েছে।

আজ সোমবার (৩ এপ্রিল) ভোরের দিকে র্যাবের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা-দক্ষিণ যাদবপুর রাস্তার ঈদগাহ মাঠের সামনে থেকে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ এই ২ মাদক কারবারীকে আটক করা হয়।

দুপুরের দিকে র্যাব-১২ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার (এএসপি) গোলাম ফারুক স্বাক্ষরিত প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য জানা গেছে।

র্যাব-১২ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার (এএসপি) গোলাম ফারুক বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দক্ষিণ যাদবপুর ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই দুজন মাদক কারবারীকে আটক করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে ১১ গ্রাম হেরোইন, ১১ শ নগদ টাকা ও ২ টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

এঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় র্যাবের পক্ষ থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আটকদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসক মো. আজিজুল ইসলামের যোগদান

মেহেরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসক মো. আজিজুল ইসলামের যোগদান করেছেন। আজ সোমবার সকাল ১১ টার সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তিনি যোগদান করেন।

বিদায়ী জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান উপস্থিত থেকে মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক মোঃ আজিজুল ইসলামকে ফুলদিয়ে বরণ করে নেন।

এ সময় উপস্থিত উপপরিচালক স্থানীয় সরকার মৃধা মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাস,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) লিউজা-উল-জান্নাহ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ওবায়দুল্লাহ, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু, সিনিয়র সহকারী কমিশনার (রাজস্ব শাখা) রনি খাতুন, সহকারী কমিশনার (নেজারত শাখা) গোলাম রাব্বানী সোহেল, সহকারী কমিশনার (শিক্ষা শাখা) মো. আবীর হোসেন, সহকারী কমিশনার (জেলা প্রশাসকের গোপনীয় শাখা) সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সহ বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে নামাজরত মুসল্লিসহ ৪ জনকে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম

ইফতার শেষে মসজিদে নামাজরত অবস্থায় হামলা চালিয়ে নারীসহ ৪ জনকে আহত করেছে প্রতিপক্ষরা।
আহতরা হলেন গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট গ্রামের খেদ আলীর ছেলে শাহিন (৪০), মখলেছুর রহমানের স্ত্রী তহমিনা খাতুন (৫০) তার ছেলে সাহারুল ইসলাম (৩৫) ও টোকন হোসেন (২২)। অপরদিকে হামলাকারী মোতালেব হোসেন (৩০) আহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার মাগরিবের নামাজ চলাকালিন সময়ে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

রফিকুল ইসলামের ছেলে মোতালেব হোসেন ও নমাজ আলীর ছেলে আতাউল ইসলামের নেতৃত্বে ৩০/৪০ জন লোক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে অতর্কিত এই হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেন আহত টোকন হোসেন।

তিনি জানান, আমার পিতা মখলেছুর রহমান বাড়ির পাশে ১ শতক জমি দেড় লাখ টাকায় বিক্রি করেছেন। জমি বিক্রির দেড় লাখ টাকা একই গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে দালাল মোতালেব হোসেন নিয়ে নেন। গত শনিবার এনিয়ে গ্রাম্য সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সালিশ বৈঠকে দালাল মোতালেব হোসেন মাত্র ৫০ হাজার টাকা ফেরত দেন। গতকাল রবিবার মোতালেব হোসেন ও আতাউল হকের নেতৃত্বে সন্ধ্যায় হঠাৎ ৩০/৪০ জন লোক লাঠি শোঠা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে আমাদের রক্তাক্ত জখম করেন। আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেরের উপসহকারি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) শরীফুল ইসলাম বলেন, শাহিন ও সাহারুল ইসলামের মাথায় রক্তাক্ত জখম হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

১০ বছরের ভিক্ষা জীবন ছেড়ে ব্যবসায়ী প্রতিবন্ধী সাগর

ভিক্ষা করে পাওয়া হাজার টাকার চেয়ে ব্যবসা করে দুইশ টাকা রোজগার অনেক সম্মানের ঠেলা গাড়িতে গ্রাম ও শহর ঘুরে ভিক্ষা করে ৪০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা রোজগার করতাম। সে রোজগারে কোন বরকত ছিলনা। ছিলনা সম্মান। অনেক সময় পরিচিত লোক দেখে লজ্জায় মাথা নুইয়ে যেতো। ভিক্ষা করা খুবই লজ্জার একটি পেশা। ধর্মীয় ভাবেও এ পেশায় স্বীকৃতি নেই। ভিক্ষার টাকা থেকে সংসার চালিয়ে কিছু টাকা সঞ্চয় করে রাখতাম । আমি এখন আর ভিক্ষা চাইনা। এখন আমি ব্যবসা করি জীবন বদলের কথা গুলি বলছিলেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের মৃত পিয়ারুল ইসলামের প্রতিবন্ধী ছেলে সাগর আহম্মেদ। তিনি ১৫ বছরের ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে এখন ব্যবসা করে সংসার চালাচ্ছেন। তার জীবন বদলের কথা শুনে অনেকেই বাহবা দিচ্ছেন আবার সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেকেই।

সাগর আহাম্মেদের বয়স এখন ৩০ বছর। জন্ম থেকেই শারীরীক প্রতিবন্ধী। দুটি পা একেবারেই অকেজো। হাত দিয়ে ঠেলা গাড়ি চড়ে চলাফেরা করতে হয় তাকে।

চার মাস বয়সে সাগররের বাবা মারা যায়। দুই বছর বয়সে মা মুনজিরা খাতুন অন্যত্র বিয়ে করে চলে যান অন্যের সংসারে। নানির সংসারে সাগর আহাম্মেদ বড় হয়ে ওঠে। সাগরকে লালন পালন করে বড় করেছেন বৃদ্ধা নানি মদিনা বেগম। ১৫ বছর বয়সে জীবন জীবীকার তাগিদে ঠেলা গাড়িতে করে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করতেন। ভিক্ষাবৃত্তি করে কোনদিন ৪০০ টাকা আবার কোনদিন ৫০০ টাকা রোজগার হতো। এ দিয়েই বৃদ্ধা নানিকে নিয়ে সংসার চালাতো সাগর আহাম্মেদ। ভিক্ষা করতে যেয়ে নানা প্রতিকুলতার মধ্যে পড়তে হতো তাকে। দু’টি পা তার অকেজো হওয়ায় দুই হাত দিয়ে পায়ের কাজটি করতে হয় তাকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাসিপান্তা খেয়ে সাগরকে ঠেলা গাড়িতে তুলে দিতেন নানি মদিনা বেগম। সারাদিন ভিক্ষা শেষে বাড়ি ফিরতেন সন্ধে হলে। এভাবে ১৫ বছর ভিক্ষার ঝুলি বইতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে ওঠে সাগর আহাম্মেদ। অবশেষে স্থানীয়দের পরামর্শে নিজের কিছু জমানো টাকায় গ্রামেই একটি ছোট দোকান দিয়ে বসেছেন তিনি। দোকানে বাইসাইকেলের পার্টসপাতি বিক্রি করেন। নানি ও তার দুজনের সংসারে ব্যবসায় তাদের জীবীকার একমাত্র মাধ্যম্।

সাগর আহাম্মেদ জানায়, ছোট বেলায় বাবা মারা গেলে মা অন্যত্র বিয়ে করে আমাকে নানির কাছে রেখে চলে যায়। নানা বেঁচে না থাকায় নানিও বৃদ্ধা বয়সে কাজ কর্ম করতে পারতো না। বাধ্য হয়ে আমাকে ভিক্ষা পেশায় নামতে হয়েছে। ভিক্ষা করে ৫০০ টাকা রোজগার করতাম। এখন আমি ভিক্ষাবৃতি করিনি।গাংনী শহর থেকে একটি দোকান থেকে বাইসাইকেলের পার্টসপাতি পাইকারি কিনে নিয়ে খুচরা বিক্রি করি।

এখন দোকানদারি করে দুএকশো টাকা যা লাভ হয় তা দিয়েই সম্মানের সাথে জীবন চালাতে পারছি। এখন মনে হয় ৫০০ টাকার চেয়ে আমার এখনকার ২০০ টাকা অনেক বরকতের।

সাগর আহাম্মেদের নানি মদিনা বেগম জানান, ছোট বেলায় সাগররের বাবা মারা যায়। তখন সাগরের মা মুনজিরার বয়স খুবই অল্প। বিধবা মেয়ে ঘরে রাখা খুবই কষ্টের। তাই তার ইচ্ছে না থাকা সত্বেও অন্যত্র বিয়ে দিতে হয়েছে। ছোট বেলা থেকেই সাগরকে আমি মা বাবার আদর স্নেহ দিয়ে বড় করেছি। পরের বাড়িতে কামলার কাজ করে আমরা দুজন সংসার চালাতাম। পরে আমার অনেক বয়স দেখে কেউ কাজে নিতে চাইতানা। বাধ্য হয়েই সাগরকে ভিক্ষার ঝুঁলি হাতে নিতে হয়েছিল। এখন সাগর আর ভিক্ষা করেনা। গ্রামের একটি মোড়ে বাইসাকেলের পার্টসপত্র বিক্রি করে। এখান থেকে যা আয় হয় তা দিয়েই আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাঃ মশিউর রহমান জানান, সাগর আহাম্মেদ অগে ভিক্ষা করতো জানতে পেরে তাকে ভিজিডি ও ভিজিএফ এর সুবিধা দেয়া হচ্ছে। মাঝে মধ্যে তার খোজ খবর নিই। তবে এমন পরবির্তন খুবই ভাললাগার বিষয়। ৩০ বছরের যুবক তার পেশা পরিবর্তন করে নিয়ে নিজেকে অত্ননির্ভশীল করে সংসার চালাচ্ছে এটি একটি উদাহরণও বটে।

গাংনী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ আরশাদ আলী জানান, সাগর আহাম্মেদকে প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ড করে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন সহযোগীতা দেয়া হয়। তবে ১৫ বছর ধরে যে সাগর ভিক্ষা করেছে। সেই সাগর নিজেকে পরিবর্তনের জন্য সমাজে মাথা উচিয়ে বাঁচার জন্য এখন ব্যবসা করছে। এমন উচ্ছা শক্তি সকলের মধ্যে তৈরী হলে ভিক্ষুকের সংখ্যা থাকবেনা। এর পরেও সরকারি কোন সুবিধা এলে সাগার আহাম্মেদরে কথা আমাদের মনে থাকবে। শুধু সাগর নয়, অন্যরাও ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে ব্যবসায় আসলে তাদের পুনর্বাসন করা হবে।

মেহেরপুর পৌরসভার ৯ ও ২ নং ওয়ার্ডের সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নম্বর ওয়ার্ড ও ২ নম্বর ওয়ার্ডে ড্রেন ও কংক্রিট রাস্তার উদ্বোধন করা হয়। আজ রবিবার বিকেলে উদ্বোধনের সময় মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন মেহেরপুর পৌরসভাকে যারা বিগত দিনে এই উন্নয়নকে বাধা গ্রস্ত করেছে মেহেরপুর পৌরবাসীকে পিছিয়ে রেখেছে আজকে সেই সমস্ত কালো ছায়া থেকে ইনশাল্লাহ আমরা আলোর পথে পা রেখেছি।

তিনি আরো বলেন আগামী দুই বছরের ভেতর মেহেরপুর পৌরবাসীর কোন রাস্তা কোন ড্রেন চাওয়া পাওয়া থাকবে না ইনশাআল্লাহ সব কমপ্লিট হবে।

মেহেরপুর পৌরসভার সহকারি প্রকৌশলী (সিভিল) আবুহেনা মোস্তফা কামাল বলেন মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নম্বর ওয়ার্ড আলিয়া মাদ্রাসা পাড়ায় ড্রেন সহ কংক্রিট রাস্তার দৈর্ঘ্য ২০৫ মিটার ও মেহেরপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড থানা রোডে ড্রেন ও কংক্রিট রাস্তার দৈর্ঘ্য ৮২ মিটার এর উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলার, ৭ ও ৮ এবং ৯ নাম্বার সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর রোকসানা কামাল, ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম, মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নু, ৯ নম্বর ওয়ার্ড বাসিন্দা এডভোকেট আব্দুল জব্বার সহ বিভিন্ন নেতা কর্মীর উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে অজ্ঞাত লাশের পরিচয় মিলেছে

মুজিবনগরে উদ্ধারকৃত অজ্ঞাত মরদেহের ব্যক্তির নাম সোহেল রানা। সে মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের ইমাদুল হকের ছেলে।

মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) উত্তম কুমারের ফেইসবুকে এই অজ্ঞাত ব্যক্তির ছবি প্রকাশ করার পর সোহেল রানার পরিবারের লোকজন মুজিবনগর গিয়ে পরিচয় সনাক্ত করেন।

এসআই উত্তম কুমার বলেন, দারিয়াপুর কবরস্থানে অজ্ঞাত হিসেবে দাফনের প্রস্তুতি চলছিল। কবর খোড়া হয়ে গিয়েছিল। এসময় তার পরিবারের লোকজন এসে সনাক্ত করেন। বুড়িপুতা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর ইমাদুল হক, তার পিতা ইমাদুল ইসলামসহ পরিবারের অন্যান্য লোকজনের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়।

পরিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে উত্তম কুমার বলেন, সোহেল রানা বহুবিদ প্রতিবন্ধী। গতকাল শনিবার বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে যায়নি।

এঘটনায় মুজিবনগর থানায় একটি অপমৃত্য দায়ের করা হয়েছে।